বৌদ্ধধর্মের আকর গ্রন্থ : গূঢ়কথা

সুনীতিকুমার পাঠক

ধম্মপদ

ভারতীয় দৃষ্টিতে ধর্ম-এর অর্থ ব্যাপক। ফলে ধর্মের সংজ্ঞা ভারতবর্ষে নানা সময়ে নানা অভিধায় ব্যবহৃত হয়েছে। অভিধানগত অর্থে ধর্মের ইংরেজি প্রতিশব্দ Law যা প্রতি মানুষের এমনকি অবতত মেরুদণ্ডী জীবমাত্রের জীবনযাপনের বিধান।

'ধম্মপদ' শব্দের আভিধানিক অর্থ — পালি ভাষায় ধম্মপদ নীতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত সূত্র। মূলত নীতিকথার শ্লোক (পালি বাংলা অভিধান — প্রথম খণ্ড — বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট — ঢাকা)

ধম্মপদের অর্থকথা প্রসঙ্গে বামা পিটক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ধম্মপদের পদগুলির পিছনে যে সকল ব্যবহারিক ঘটনা টীকাতে মেলে সেগুলির বিবরণ দেওয়ার ফলে প্রত্যেকটি 'পদ' স্পষ্টভাবে অর্থ পরিস্ফুট হয়েছে, সেই দৃষ্টিতে ধম্মপদের তাৎপর্য বৌদ্ধ সমাজবিজ্ঞানের এক অনন্য উপকরণ। গ্রন্থখানি বুদ্ধের উদানবচন অর্থাৎ কোনো বিশেষ ঘটনা তাঁর কর্ণগোচর হলে সেই প্রেক্ষিতে স্বতঃস্ফূর্ত উদানবাক্য উচ্চারিত হত। ওই উদান বাক্যগুলি উদানগাথার মতো খুদ্দনিকায়ের ধম্মপদে সংগৃহীত হয়েছে।

প্রারম্ভেই বলা প্রয়োজন মনে করি যে 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা' ও 'বৌদ্ধ ধম্মপদ' দুইটির উদ্দেশ্য ভিন্নপথাশ্রয়ী। 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা' আপাতভাবে বিস্ময়কর। দুই পাশে দুই বিরোধী দল ঘোড়ার পিঠে চেপে পরস্পর যুদ্ধ করার জন্য উদ্‌গ্রীব। একপক্ষে পাণ্ডব এবং অপরপক্ষে কৌরব — তেমন এক পরিস্থিতিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আঠারোটি অধ্যায়ে মানুষের জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে আঠারোটি যোগ-বিজ্ঞানের বিবরণ দিয়ে চলেছেন। মানুষ মাত্রই ব্যবহারিক জীবনে বিষাদের সম্মুখীন হয়, সেই বিষাদ থেকে রেহাই পাওয়ার পথ নির্দেশ করেছেন স্বয়ং বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের নামের শেষে 'যোগ' কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ মানুষের সেই বিষাদ থেকেই সর্বত্যাগী জীবনের সুখ দুঃখের প্রতিঘাতে বিষাদ আসে আবার ত্যাগের মাধ্যমে মানুষ সেই বিষাদ থেকেই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে ওঠেন। একই মানুষ, অদ্ভুত এক অভিনব কল্পভাবনা।

ধম্মপদ বৌদ্ধদের ক্ষুদ্রকণিকায় ('খুদ্দক নিকায়' — পালি নাম) সেদিক থেকে ভিন্ন পরিকল্প। বোধিলাভের পর গৌতমবুদ্ধের ভাবনা ও চিন্তাধারায় এক অভিনব অভিজ্ঞতার সন্ধান মেলে। শাক্যবংশের রাজপুত্র সিদ্ধার্থ গৌতম বোধিজ্ঞান লাভ করেন। পালি বিনয়পিটকে এই বোধিজ্ঞানের পরিচয় স্পষ্টই বলা হয়েছে। তাঁর আগেকার দিনের

মানুষদের জানা ছিল না এমন বোধিজ্ঞান তিনি লাভ করেন।

শাক্য রাজকুমার সন্ন্যাসী হয়ে যাবেন এই সংবাদ পিতা শুদ্ধোদন শোনার পর থেকেই রাজকুমারকে আরও বুকে আগ্‌লে ধরে থাকতেন। কিন্তু ঘটনার প্রবাহে রাজা শুদ্ধোদনের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। সেই আনুপূর্বিক ঘটনাগুলি পরবর্তীকালে বহু আলোচিত। রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে রাজকুমার সিদ্ধার্থ কীসের সন্ধানে দীর্ঘ ছয় বছর পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছেন। উদ্দেশ্য ছিল একটাই মানুষ দুঃখ পায়। তার কি প্রতিকার নেই ? হ্যাঁ প্রতিকার নিশ্চয়ই আছে। মানুষ দুঃখ পায় তার কারণ আছে, যা কিছু কারণ বা হেতু আছে সেই হেতুগুলির নিরোধও আছে। বৌদ্ধ বিনয়পিটকে তাই বলা হয়েছে:—

"যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা
হেতুং তেষাং তথাগতঃ হ্যবদৎ
তেষাং চ যো নিরোধ
এবং বাদী মহাশ্রমণঃ।"

যা কিছু বস্তু হেতুর দ্বারা উৎপন্ন বা উৎপাদিত হয় তাদের হেতু উল্লেখ মেলে, যা কিছু উৎপন্ন হয় তারই বিনাশ ঘটে এরূপ কথা মহাস্থমনো (গৌতম বুদ্ধ) বলেন।

এই সত্যের উপরে গৌতম বুদ্ধের মত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। পরবর্তীকালে গৌতম বুদ্ধের পরিচয় এই ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অতএব ধম্মপদে যে সকল বুদ্ধবচন মেলে সেগুলির উৎস উদান (উদ্ + অন্) এই সকল ঘটনার উৎস। প্রত্যেকটির পিছনে বা আড়ালে বাস্তব ঘটনা আছে। সে সকল উদানের আড়ালে একটি ঘটনা মেলে যার পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 'ধম্মপদ'-এর উত্তরকালীন গ্রন্থ 'ধম্মপদঅঠ্ঠ/ধম্মপদঅট্‌ঠ (অর্থকথা) বাটিকা' গ্রন্থে মেলে। অতএব 'শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা'র পটভূমিকা বৌদ্ধদের পদগ্রন্থ 'ধম্মপদ'-এর থেকে ভিন্ন।

'ধম্মপদ' শব্দটির অর্থ নিরূপণ করলে দেখা যায় বুদ্ধের শিক্ষাপদ, শিক্ষাপদনুসৃত একটি সংকলন গ্রন্থ। একালের মনীষী দি মাদার পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম থেকে 'ধম্মপদ'-এর টীকার বিশ্লেষণ করেন ১৯৮৯ সালে। ঐ গ্রন্থের প্রকাশকের টিপ্পনীতে এরূপ বলা হয়েছে। এ বিষয়ে পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের ট্রাস্ট-এর পক্ষ থেকে এরূপ বলা হয়েছে : —

"After reading a chapter of the text, the Mother spoke about the points which interested her and then asked the class to meditate on them. She did not systematically discuss all the Dhammapada verses, but she did cover most of the central ideas in the text." [Commentaries on the Dhammapada; Shri Arabindo Ashram press, Pondicherry]

'ধম্মপদ' গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ছাব্বিশটি বর্গে বিভক্ত। 'বর্গ' শব্দটি পালি 'বগ্‌গ' শব্দটি থেকে জাত, পালি ভাষায় এর অর্থ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে ক্রমবিন্যাস। 'ধম্মপদ'-এ ছাব্বিশটি বর্গ আছে। সেগুলিকে আলোচনার সুবিধার জন্য কয়েকটি ভাগে ভাগ করা

হয়। ছাব্বিশটি বর্গ চারশো তেইশটি গাথায় বিভাজিত। এই গাথাগুলি গৌতম বুদ্ধের স্বতঃউৎসারিত উদান গাথা। গৌতম বুদ্ধের শ্রমণ ভিক্ষুরা বা উপাসক ও উপাসিকারা তাঁর কাছে তৎকালীন সমাজে সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার উল্লেখযোগ্য ঘটনা নিবেদন করতেন। সেগুলি শোনার পর গৌতম বুদ্ধের মনে যে উপদেশাত্মক শিক্ষাপদ উৎসারিত হত সেইসব উদানবাক্য দ্বারা গঠিত 'ধম্মপদগাথা সংকলন'। 'উদান' কথাটির সাধারণ অর্থ স্বয়ং উৎসারিত বাক্য, ইংরেজিতে plausible comment.

ধম্মপদ-এর টীকায় অট্ঠকথায় প্রত্যেকটি উদানের আড়ালে যে সকল ঘটনার উল্লেখ মেলে সেগুলি অনুধাবনযোগ্য। সেগুলিকে পালি ভাষায় বস্তু (বত্তু) বলা হয়েছে।

মায়ানমার পালি ত্রিপিটক অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে ধম্মপদের গাথাগুলির পিছনে পৃথক পৃথক ঘটনার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে, ঐ বিবরণ পালি ভাষায় মূল ধম্মপদের অট্ঠকথায় আছে। সেদিক থেকে ধম্মপদের গাথাগুলির ঐতিহাসিকতা এবং প্রত্যেকটির ব্যবহারিক প্রয়োগ বুদ্ধের সমকালীন সমাজ-ব্যবস্থার উপাদেয় সামগ্রী।

প্রাচীন ভারতবর্ষের সমাজ সংগঠনে যথেষ্ট উপাদানের অভাব দেখা যায়। বৌদ্ধ জাতকগুলির কাহিনি সংকলন আনুমানিক ঈশা-উত্তর সপ্তম শতক। সেই তুলনায় 'ধম্মপদে'র অট্ঠকথা' গল্পগুলি গৌতম বুদ্ধের সমকালীনতার দাবি রাখে। অবশ্যই পালি ভাষায় অট্ঠকথা অশোক-পূর্ব যুগে সংকলিত বলে বৌদ্ধ ইতিহাসে উল্লেখ মেলে। বৌদ্ধ সাহিত্যের ঐতিহাসিক মনিয়ার উইলিয়ামস্ তাঁর বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে জাতকের গল্পগুলির সঙ্গে ধম্মপদের অট্ঠকথায় সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য কোনো কোনো স্থানে সংতুলন করার প্রয়াস করেছেন। [পৃঃ ১১৫]

[191, 192, 195, 197, 201, 207, 263]

ধম্মপদ-এর অধ্যায় বিভাজন (পালি বই থেকে লিখিত)

১) যমক বগ্গ ২) অপ্পমাদ বগ্গ ৩) চিত্ত বগ্গ ৪) পুপ্ফ বগ্গ ৫) বাল বগ্গ (অনভিজ্ঞ) ৬) পণ্ডিত বগ্গ ৭) অরহন্ত বগ্গ ৮) সহস্স বগ্গ ৯) পাপ বগ্গ ১০) দণ্ড বগ্গ ১১) জরা বগ্গ ১২) অত্ত বগ্গ ১৩) লোক বগ্গ ১৪) বুদ্ধ বগ্গ ১৫) সুখ বগ্গ ১৬) পিয় বগ্গ ১৭) কোধ বগ্গ ১৮) মল বগ্গ ১৯) ধম্মট্ঠ বগ্গ ২০) মগ্গ বগ্গ ২১) পকিণ্ণক বগ্গ ২২) নিরয় বগ্গ ২৩) নাগ বগ্গ ২৪) তন্হা বগ্গ ২৫) ভিক্ষু বগ্গ ২৬) ব্রাহ্মণ বগ্গ।

বিষয়বস্তু

যমক বগ্গে কুড়িটি গাথা মেলে। এই গাথাগুলি পরস্পর ঘনিষ্ঠ হলেও বিষয়বস্তুর দিক থেকে অর্থাৎ এই পদের পটভূমিতে যে ঘটনাগুলি পাওয়া যায় সেগুলি ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশের। গৌতম বুদ্ধের কাছে ওই ঘটনাগুলি একত্রিতভাবে কেউ নিবেদন করেননি। স্পষ্ট কারণেই ধম্মপদের সংকলিত পদগুলি উত্তরকালে সংগঠিত, তবে সেগুলির গঠন সৌকর্য তদনুরূপ না হওয়ার ফলে এই পদগুলি যমক বগ্গে মেলে।

সেদিক থেকে অপ্পমাদ বগ্গ মূলত নৈতিক বিচার প্রসঙ্গে যে বারোটি গাথা পাওয়া

যায় সেগুলির ভাবার্থ অপ্পমাদ। 'অপ্পমাদ' শব্দের অর্থ ব্যক্তিমাত্রকে সর্বক্ষেত্রে এবং সর্বসময়ে জাগ্রত রাখা। যমক বগ্গের কাহিনি এবং অপ্পমাদ বগ্গের কাহিনির সাদৃশ্য মেলে না। স্পষ্টতই চিত্ত বগ্গের প্রসঙ্গ আসে। বৌদ্ধবিদায় চিত্ত অতীব উপযোগী অর্থ বহন করে। চিত্ত মন নয়। যমক বগ্গে মনের প্রসঙ্গে মনকে গরুর গাড়ির সঙ্গে উপমা দেওয়া হয়েছে, চিত্ত তা' নয়।

বৌদ্ধবিদায় চিত্তের চয়নধর্মিতা ব্যক্তিনির্ভর প্রতীতৎসমুৎপাদে চিত্তের প্রবাহ বাইরের জগৎ ও অন্তর-ইন্দ্রিয়গুলির সংযোজক, সংবাহকও বলা যেতে পারে। প্রসঙ্গক্রমে সেগুলি বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। এক্ষেত্রে পঞ্চশত্ ভিক্ষু বিষয়টি প্রাসঙ্গিক।

চতুর্থ অধ্যায় পুপ্ফ বগ্গ একটি উপমাবাচক অধ্যায়। চিত্ত সদা প্রফুল্ল পুপ্ফ-এর সাথে উপমানয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই বগ্গের পনেরো শ্লোকের ষোল গাথায় আনন্দ থেরো প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ফুলের গন্ধ যেমন বাতাসে বাধা পায় না চন্দনের গন্ধও যেমন কোনো বিশেষ বাঁধনে বাঁধা পড়ে না, আনন্দথেরো যে চারিত্রিক সুবাস তা' কোনরূপ বাধায় আবদ্ধ নয়। মূলত এই চারিত্রিক সৌরভ অর্জন করাই চিত্তের কর্ম।

ধম্মপদের প্রথম অধ্যায় নাম 'যমক', শ্লোক সংখ্যা কুড়িটি, অর্থাৎ দশটি উপমা-উপমানের মধ্য দিয়ে দশ রকম বিষয়ের উল্লেখ মেলে। প্রথম শ্লোকটির বিষয়বস্তু চক্ষুপালথের (স্থবির ভিক্ষু) প্রসঙ্গে গৌতম বুদ্ধ যখন সাবত্থিতে বিরাজ করছিলেন সেই সময় চক্ষুপাল ভিক্ষু প্রসঙ্গে বুদ্ধ এরূপ বলেছিলেন, আমাদের সকল মানসিক ক্রিয়াগুলি চিত্তের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়, তা শারীরিক হোক, বাচনিক হোক অথবা চেতসিক হোক। অতএব মনই সেই অনুসারে কখনো প্রফুল্ল থাকে আবার কখনো দুঃখিত হয়, যেমন করে আমাদের দোষযুক্ত মন ব্যক্তির দুঃখকষ্টের পিছে অনুসরণ করে, যেমন গরুর গাড়ির চাকা গরুগুলির পিছনে চলে।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে চিত্তের পরিশুদ্ধি অনুসারে কীভাবে মানুষ সুখপ্রাপ্ত হয় তার ইঙ্গিত মেলে। স্পষ্ট যে এই দুটির পিছনে ঘটনা ভিন্ন, তবুও শ্লোকদুটির তাৎপর্য্য একই ধরনের হওয়ার ফলে ধম্মপদের এই দুটি গাথা যমক বগ্গে স্থান পেয়েছে। অনুরূপ তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্লোকদুটি সেখানে তন্হার প্রসঙ্গে তৃতীয় গাথায় বলা হয়েছে অথচ চতুর্থ গাথাটি ভিন্ন প্রসঙ্গের হলেও বুদ্ধ বচনের একত্র স্থান পেয়েছে।

যমক বগ্গে কুড়িটি শ্লোক একই প্রকারে সংকলিত হয়ে দশটি যমকে বিভক্ত হয়েছে।

অনুরূপভাবে দ্বিতীয় বগ্গে প্রথম থেকেই সে ধরনের কোনও নিয়মানুবর্তিতা অনুসরণ করা হয়নি। অপ্পমাদ বগ্গে সাধারণ মানুষের চিত্তের প্রমাদ বা অনবধানতা কেমন করে ঘটে সেই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। বলা বাহুল্য সেখানেও ধম্মপদের গঠনশৈলীতে কোনোরকম ব্যতিক্রম ধরা পড়ে না। মানুষের মনে প্রমাদ নৈতিক অবক্ষয় আনে। ওই প্রসঙ্গে বুদ্ধের শিষ্যরা গৌতম বুদ্ধের কাছে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার বিবরণ তাঁর কাছে বয়ে নিয়ে আসতো।

অর্হত বৌদ্ধ সাধনার ক্ষেত্রে স্থবিরদের চিত্তের বিনাশের কতকগুলি স্তর আছে।

অর্হত হলেন বৌদ্ধের সাধনা জীবনের তুরীয় অবস্থা। 'অহ' শব্দের অর্থ পূজনীয় বা মাননীয়। ভিক্ষু জীবনের সদাচার পালনে যিনি অর্হতের মার্গ ও অর্হতের ফল লাভ করেন তিনি মাননীয় ভিক্ষু হিসেবে পরিচিত হন। এককথায় অর্হতের আচরণ বৌদ্ধ শীল বা নিয়মাবদ্ধ শৃঙ্খলায় শিষ্টতা লাভ করেন।

সহস্স বগ্গের ষোলটি গাথায় ধর্মপালনে উত্তম বিধান মানুষকে কীভাবে সুখের সন্ধান দেয় সে কথা তুলনমূলকভাবে বোঝানো হয়েছে। তাই জেতবনের বহুপুত্রিকা প্রসঙ্গে গৌতম বুদ্ধের উচ্চারিত বচন এইরূপ : —

"যো চ বস্সমতং জীবে অপস্সং ধম্মসুত্তম্
একাহং জীবিতং শ্রেয় পস্সতী ধম্মসুত্তম্।"

অনুরূপভাবে ধম্মপদে লোকজীবনের পাপ, দণ্ড, জরা, অত্ত, পিয়, কোধ, তন্হা, নাগ, নিরয় প্রভৃতি ক্লেশদায়ক প্রসঙ্গ যেমন পাওয়া যায়, এই বিষয়ে বুদ্ধের স্বতঃস্ফূর্ত উদান বাক্য যেমন ধম্মপদের শিক্ষায় অভিব্যক্ত তেমনি বুদ্ধ সুখ, ভিক্ষু, ব্রাহ্মণ বগ্গ বিভাজন করেন। গৌতম বুদ্ধের সমকালীন ভারতবর্ষের উপাসক ও উপাসিকা ছাড়াও সমাজজীবনের নারী ও পুরুষের প্রাত্যহিক জীবনের বহুবিধ ঘটনার সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সেইজন্য জার্মান বৌদ্ধ ঐতিহাসিক নরেশ উইন্টারনিস্ ধম্মপদের অট্ঠকথা (অর্থকথা) টীকা-ব্যাখ্যার সঙ্গে জাতকের কাহিনিগুলির ঘনিষ্ঠতার অনুসন্ধান করেন। (হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান লিটারেচার - ভলিয়্যুম- ২)

বৌদ্ধ সংঘের ভিক্ষুদের জীবনশৈলীতে দেখা যায় বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীরা ভিক্ষাটনের সময় অর্থাৎ ভিক্ষা সংগ্রহকালে উপাসকদের বাড়িতে যাতায়াতের সুযোগ লাভ করতেন। সেখানে তাঁরা কেবলমাত্র ভিক্ষা গ্রহণে, ভিক্ষায় পাকদ্রব্য সংগ্রহ করে ক্ষান্ত থাকতেন না। তাঁরা বিনিময়ে উপাসক-উপাসিকাদের পরিবারের সামনে এই সকল ঘটনার প্রসঙ্গে সমীচীন আলোচনা করতেন। ফলে বৌদ্ধ সমাজে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা, উপাসক-উপাসিকাদের জীবনশৈলী পরিশোধন করার অবসর লাভ করতেন। স্মরণে রাখা দরকার গৌতম বুদ্ধের অমোঘ বাণী —

"চরতাং ভিক্ষবৈ চারিকং
বহুজন হিতায় বহুজন শুকায়
লোকানুকম্পায় হিতায়
সুখায় চ
দেবগুণ মনুষ্যাবাম্।"

হে ভিক্ষুগণ তোমরা চারিকা (ব্রত) পালন কর যাতে বহুজনের সুখ ও কল্যাণ হয়। এখানে (বহুজন শব্দের তাৎপর্য দেব ও মনুষ্য যাঁরা একনিষ্ঠভাবে জীবনে লোককল্যাণ করেন। তাঁদের বৌদ্ধবিদ্যায় অনেক ক্ষেত্রে দেবক আখ্যা দেওয়া হয়েছে)।

ত্রিপিটক

তিপিটক

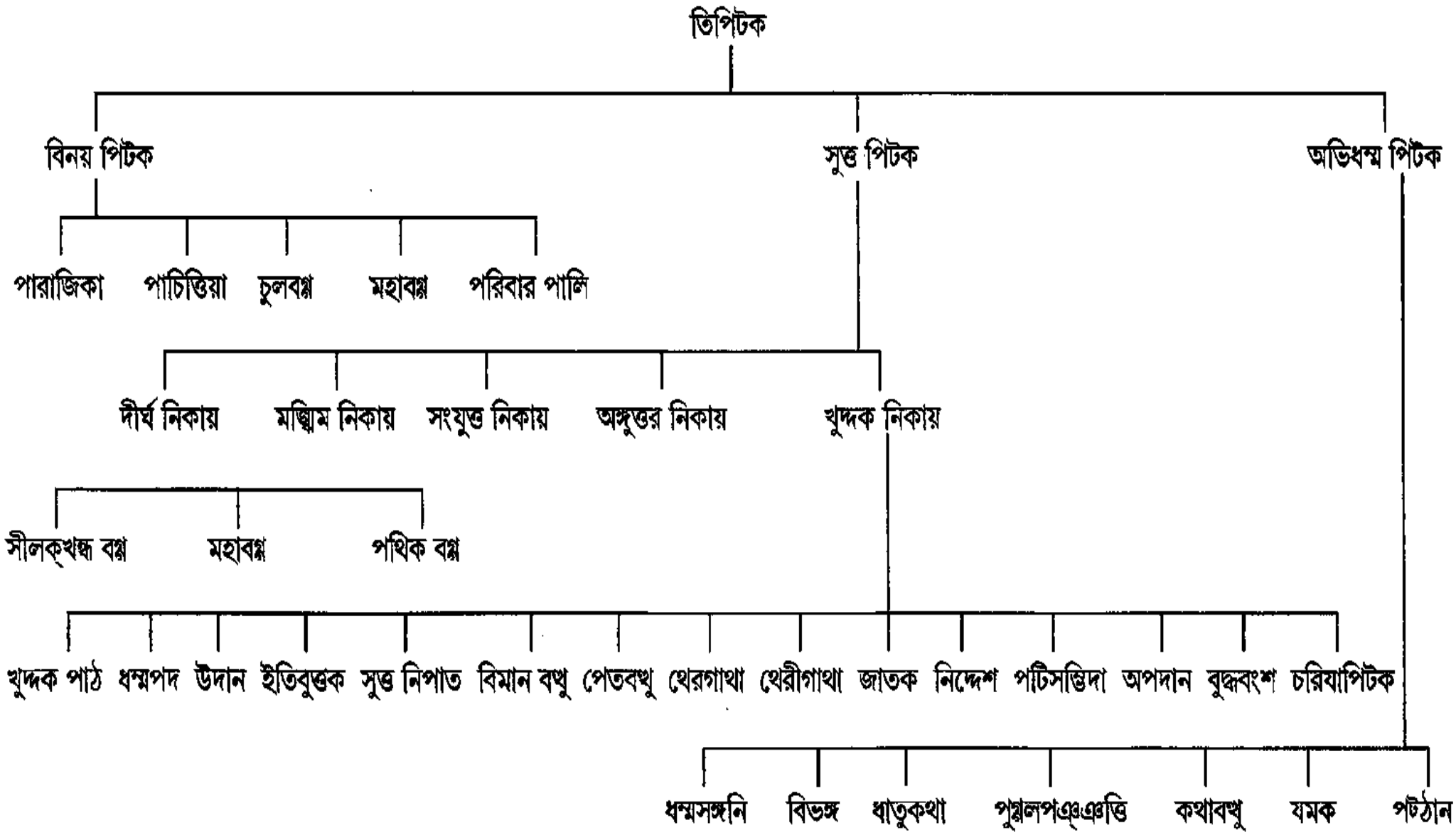
তিপিটক
বিনয় পিটক
সুত্ত পিটক
অভিধম্ম পিটক
পারাজিকা
পাচিত্তিয়া
চুলবগ্গ
মহাবগ্গ
পরিবার পালি
দীর্ঘ নিকায়
মজ্ঝিম নিকায়
সংযুত্ত নিকায়
অঙ্গুত্তর নিকায়
খুদ্দক নিকায়
সীলক্খন্ধ বগ্গ
মহাবগ্গ
পথিক বগ্গ
খুদ্দক পাঠ
ধম্মপদ
উদান
ইতিবুত্তক
সুত্ত নিপাত
বিমান বত্থু
পেতবত্থু
থেরগাথা
থেরীগাথা
জাতক
নিদ্দেশ
পটিসম্ভিদা
অপদান
বুদ্ধবংশ
চরিযাপিটক
ধম্মসঙ্গনি
বিভঙ্গ
ধাতুকথা
পুগ্গলপঞ্ঞত্তি
কথাবত্থু
যমক
পট্ঠান

বিনয় পিটক

গৌতম বুদ্ধ বোধিলাভের পর যে মহনীয় আনন্দ লাভ করেছিলেন গোড়াতেই বিনয় পিটকে তার আভাস মেলে। বিনয় পিটকের দু'টি ভাগ (১) মহাবগ্গ (বৃহদাকার সংকলন), (২) চুল্লবগ্গ (ক্ষুদ্রাকার সংকলন)। বলা বাহুল্য দুইটি সংকলন সম্ভবত সিংহলের রাজা দত্তগামনীর রাজত্বকালে সংকলিত হয়েছিল। তার পূর্বে অশোকের রাজত্বকালের আগে ভারতবর্ষের বিনয়ধর বৌদ্ধরা তাঁদের স্মৃতি থেকে বুদ্ধবচন স্মরণ করতেন। এই বৃহদাকার সংকলন কীভাবে বিনয়ধর বৌদ্ধরা স্মৃতিতে সংগ্রহ করে রাখতেন তা' ভাবতে আজও বিস্ময় লাগে, তবে বিনয় পিটকে ভানবার বিভাজন আছে মানে একজন বিনয়ধর বিনয় পিটকের কিছুটা অংশ তাঁর স্মৃতিতে রাখতেন অপর একজন ঐ অংশের পরের বিষয় স্মরণে রাখতেন। এর আভাস বিনয় পিটকের বিভিন্ন পাঠান্তরে ধরা পড়ে। বলা প্রয়োজন এই ভানক্য পাঠে অংশগ্রহণ করতেন অনেক ক্ষেত্রে বিদুষী ভিক্ষুণীরা। এই প্রসঙ্গে ভিক্ষুণী সংঘ গঠনের পর বহু বিদুষী ভিক্ষুণীর পরিচয় মেলে।

বিনয় পিটকের মহাবগ্গের কাঠামো মহাবগ্গ সংকলনে দশটি বিভাগে মেলে। সেগুলি এইরূপ : —

১) মহাখন্ধকো ২) উপসথকখন্ধকো ৩) বস্সূপনায়িককখন্ধকো
৪) পবারণাকখন্ধকো ৫) চম্মকখন্ধকো ৬) ভেসজ্জকখন্ধকো ৭) কথিনকখন্ধকো
৮) চীবরকখন্ধকো ৯) চম্পেয্যকখন্ধকো ১০) কোসম্বককখন্ধকো

বোধিলাভের পর তাঁর শিক্ষাপদগুলিকে মুখ্যত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়। বিনয়, সূত্র, অভিধর্ম এই তিনটিকে 'পিটক' নামে অভিহিত করা হয়, অর্থাৎ বিনয় পিটক, সূত্র পিটক, অভিধর্ম পিটক। বিনয় শব্দের অর্থ আত্মসংযম। অবিদ্যার থেকে জীব জগতের মানুষের জন্ম। পিতামাতার সংস্কার থেকে নবজাতকের সংস্কার গড়ে ওঠে। বস্তুত মানুষের নবজাতক তার সংস্কারগুলি অনুসরণ করে। এই সংস্কার মানুষের বা সত্তা মাত্ররই জীবনধারায় সঞ্চারিত হয়। এইভাবে গৌতম বুদ্ধর ধারা থেকে মানবজীবনের শুধুমাত্র নয় সত্তা মাত্ররই জীবন চালিত হয়। এই ধারা বৌদ্ধবিদ্যায় বিনয় প্রতীতসমুৎপাদ। 'সমুৎপাদ' শব্দের অর্থ হল সমুৎপন্ন হওয়া আর 'প্রতীত' মানে একের পর একভাবে জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি জীবের জীবনশৈলী বিকাশ লাভ করে, সেখানে ভিক্ষু বা গৃহী উপাসক কেউই বাদ পড়ে না। ব্যক্তিমাত্রই তার কুড়ি বছর বয়সে ভিক্ষু সঙ্ঘে প্রবশ করার অধিকার লাভ করে, এই অনুষ্ঠানকে উপসম্পদা বলা হয় অর্থাৎ বৌদ্ধভিক্ষুর সংযত জীবনচর্যা ব্যক্তিমাত্ররই জীবনের সম্পাদ। সম্পাদ শব্দের অর্থ যা লাভ করলে রিক্ত মানুষের সেই অভাব পূর্ণতা লাভের উপযোগী হয়। তারপর থেকেই ভিক্ষুর আচরণবিধি গৃহস্থের আচরণবিধি থেকে ভিন্ন হয়ে পড়ে। গৃহী ও গৃহিণীরা বৌদ্ধশাস্ত্রে উপাসক-উপাসিকা যথাক্রমে উপসম্পদা হওয়ার পর ভিক্ষু ও

ভিক্ষুণী জীবনে আচরণবিধি বিনয় পিটকে নির্দেশিত হয়েছে, যেমন : —

(১) প্রতিদিন ভিক্ষার মাধ্যমে গৃহস্থের বাড়ি থেকে পাক করা অন্ন ব্যঞ্জন ও সদিষ্ট পায়েসাদি সংগ্রহ করে তাই মধ্যাহ্নে গ্রহণ করা। ভিক্ষাষ্টনম সেখানেও সংযমের বিধান অর্থাৎ মধ্যাহ্নের সুর্য দুই অঙ্গুলি পরিণীত ছায়াপথের পূর্বে ওই ভিক্ষান্ন গ্রহণ করতে হবে কেন না শরীরের সুস্থতার জন্য বিকাল ভোজন নিষিদ্ধ। রাত্রিকালে সামান্য কিছু পানীয় গ্রহণ করা।

(২) দেহ আবরণের জন্য প্রয়োজন মতো বস্ত্রাদি সংগ্রহ করে মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা নির্মলীকরণ করে গৈরিক রঙে রঞ্জিত তিন খণ্ড চীবর ধারণ করতে হবে।

(৩) রাত্রিকালে বা বিশ্রামের জন্য বৃক্ষতলে শয়ন, পরবর্তীকালে বিহার রচনা হলে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের শয্যার অতি সাধারণ ধরনের আয়োজন আজও লক্ষ্য করা যায়।

(৪) সত্তা মাত্ররই জীবনে ব্যাধির সম্ভাবনা আছে তার জন্য ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী মলম আদি সেবন করার ব্যবস্থা করবে সেকথাও স্পষ্টভাবে নির্দেশিত (পুতিমুত্তসেবনম)।

এই চারটি সাধারণ নিয়ম ছাড়াও ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের চেতসিক অলক্ষণের বিশৃঙ্খলা ঘটতে পারে। সেইজন্য ভিক্ষু পাতিমোক্ষ ও ভিক্ষুণী পাতিমোক্ষের প্রতিবিধান পালি বৌদ্ধ সাহিত্যে বিদ্যমান।

পরবর্তীকালে বৌদ্ধরা বৌদ্ধ বিনয় পিটকের মৌলিক বিধানগুলির থেকে পারমিতার আচরণে উদ্বুদ্ধ হন। পারমিতা (পারমী — পালি) বৌদ্ধ মাত্ররই নিয়মাবদ্ধ কর্তব্য। পারমী বা পারমিতা বৌদ্ধ উপাসক ও উপাসিকা শুধু ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের পালন করতে হয় আবশ্যিকভাবে। পালি পরম্পরায় পারমী দশ প্রকার।

(১) দান পারমী (২) শীল পারমী (৩) নেকখম্ম পারমী (৪) পঞ্ঞা পারমী (৫) বিরিয় পারমী (৬) খন্তি পারমী (৭) সচ্চ পারমী (৮) অধিট্ঠান পারমী (৯) মেত্তা পারমী (১০) উপেকখা পারমী

(১) দান পারমী হল সমস্ত কিছু বিলিয়ে দেওয়া।

(২) শীল পারমী হল পরের উপকারে শীল আচরণে কোনরূপ কুণ্ঠা থাকবে না।

(৩) প্রয়োজনে সংসার ত্যাগ করা, নিষ্ক্রমণ করা।

(৪) নিজের প্রকৃষ্ট জ্ঞানের চূড়ান্ত স্থিতি পালন করা।

(৫) অপরের দুঃখমোচনে ব্যক্তির আপন বীরত্বের চূড়ান্ত প্রকাশ।

(৬) অপরের কোনো দোষ বা ভুল কর্মে ক্ষমা করার ধর্ম খন্তি পারমী ।

(৭) সত্য পালনের জন্য নিজের সমস্ত রকমের ক্লেশের সহনশীলতা।

(৮) অপরের জন্য কোনো কিছু করার সঙ্কল্পবোধ।

(৯) অপরের সঙ্গে সবসময় নিজের একটা মৈত্রীভাব রাখা।

(১০) কোনো ব্যক্তি যদি অপরের উপর অত্যাচার করে অত্যাচারিত ব্যক্তির তা'

উপেক্ষা করার নাম উপেকখা পারমী।

গৌতম বুদ্ধের বোধিলাভের পর তাঁর মনে জেগেছিল একটা কথা — যে জ্ঞান বা বোধি তিনি পেয়েছিলেন তা' লোককল্যাণের জন্য কীভাবে সবার কাছে তুলে ধরবেন। কেননা, তাঁর বোধিজ্ঞানের পরিচয়ে বলা হয়েছে স্বদুদর্শ অর্থাৎ অনেকখানি দেখার পর তার হদিশ পাওয়া যায়। বোধিজ্ঞানের বিষয় গম্ভীর অর্থাৎ তার তলদেশ কোথায় বা প্রসার কতটা তা' নির্ণয় করা সাধারণভাবে সম্ভব নয়। রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করার পরে বিশ্বজগৎ তিনি খোলা চোখে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন তাতে মনে হয়েছিল এই বিশ্বজগতের সবকিছু ধরাবাঁধা নিয়মে চলছে। মানুষের জীবন তার বাইরে নয়। তিনি বিশ্বজগতের গঠন পরিকল্পনায় যে সূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন তা' পুরোপুরিভাবে নৈসর্গিক। সেখানে দুঃখ এবং দুঃখের নির্বাপিত নিবৃত্তিতে সুখও আছে। তাঁর বোধে জেগেছিল যা কিছু উৎপন্ন হয় তা' ধ্বংস হয়, বিশ্বপ্রকৃতিতে সেই ধারা অবিরাম চলছে। বোধিলাভ সেই ধারার এক চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা।

বোধিলাভের পর দেবতাদের অভিলাষ গোড়াতেই বলা দরকার। বৌদ্ধবিদ্যায় ছয়টি লোকের বিবরণ মেলে। সেগুলি সাধারণভাবে জগৎ অর্থাৎ নিরন্তর গতিশীল (√গম্ ধাতু থেকে জগৎ শব্দটি গড়ে উঠেছে)। জগৎ গতিধর্মিতার পরিচয়। বৌদ্ধ শিক্ষাপদের মূল কথা জগৎ সেখানে স্থাবর বা স্থিতিশীল নয় তাই বিনয় পিটকের প্রারম্ভে গৌতম বুদ্ধকে দেবতারা সাধুবাদ দিয়ে প্রশংসা করেছেন।

'বিনয়' শব্দের অর্থ হলো বিস্তারিতভাবে নয় বা বিধান। দীর্ঘ ছয় বছর একাকী শাক্য রাজপুত্র মগধের বিভিন্ন স্থানে নিরন্তর ছুটে বেড়িয়ে যে বোধি লাভ করেছিলেন তার প্রায়োগিক পথ বিনয় পিটকে ব্যাখ্যাত হয়েছে। অতএব স্পষ্ট বিনয় পিটকের দৃষ্টিভঙ্গী কয়েকটি রকম ভেদে (বিভাজন শৈলী) আছে। পালি খন্ধক সংস্কৃত ভাষায় স্কন্ধক (বিভাজন শৈলী)

(১) মহাস্কন্ধকং > মহাখন্ধক। 'মহা' শব্দটির সাধারণ অর্থ বড়ো কিন্তু বৌদ্ধবিদ্যায় 'মহা' শব্দের তাৎপর্য ভূলোক, স্বর্লোক (স্বর্+লোক)-এর ঊর্ধ্বে বিজ্ঞানলোক। (সায়েন্স নয়, বোধের বিজ্ঞান, মনের অগণিত জিজ্ঞাসার সন্ধান দেয় বিজ্ঞান। বিজ্ঞানের বহু বিভাজন ছত্রে ছত্রে মেলে রূপাদি বিজ্ঞানতত্ত্বে)।

(২) উপসথক্ষন্ধকং > উপসথকখন্ধক। ভিক্ষু সঙ্ঘের বিনয় স্থাপনের বিধিনিয়মের উপস্থাপন।

(৩) বস্সূপনায়িকক্ষন্ধকং > বস্সূপনায়িককখন্ধক (অধ্যায়/চ্যাপ্টার)। ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের সংযত জীবনযাপনের বিধিনিয়মের বিবরণ।

(৪) পবারণাক্ষন্ধকং > পবারণাকখন্ধক। বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী এমনকি উপাসক-উপাসিকাদেরকেও পবারণা অনুষ্ঠান পালন করতে হয়, এই স্কন্ধকে সেই প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

(৫) চর্ম্মক্ষন্ধকং > চম্মকখন্ধক —চর্মনির্মিত বস্তু (জুতা ইত্যাদি পরিধানের) বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। চর্ম নির্মিত আচ্ছাদনের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে।

(৬) ভেসজ্জক্ষন্ধকং > ভেসজ্জকখন্ধক। ভেষজ বস্তু। অসুখ করলে বা অসুস্থ হলে ভেষজ ঔষধ প্রদান।

(৭) কঠিনক্ষন্ধকং > কথিনকখন্ধক। কঠিন বর্ষাকালে কঠিন জীবন গঠন বিষয়ক আলোচনা। বৌদ্ধ ভিক্ষুরা উন্মুক্ত আকাশের তলায় শীত গ্রীষ্ম এবং বর্ষায় বাস করতেন। সাধারণ জীবনবাস বর্ষাকালে ভিজে যায়, তার থেকে ভিন্ন ধরনের কঠিন চর্মদ্বারা নির্মিত বস্তু বর্ষাকালে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পরিধেয়, সেই বিষয়ে নানা বিধিনিয়ম।

(৮) চীবরক্ষন্ধকং > চীবরকখন্ধক (ছেঁড়া কাপড়) চীবর পরিত্যক্ত বস্ত্রগুলি মঞ্জিষ্ঠা প্রভৃতি দ্বারা বিধৌতকরণের পরে ত্রিখণ্ড বা তিনটি টুক্‌রো চীবর বা ছেঁড়া কাপড় পরিধান করার বিধান, এই বিষয়ে নিয়মাবলী এই স্কন্ধকে আলোচিত।

(৯) চম্পেয্যক্ষন্ধকং > চম্পেয্যকখন্ধক। চম্পা জনপদের ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের বিষয়ে আলোচনা।

(১০) কোসম্বকক্ষন্ধকং > কোসম্বককখন্ধক। কোসম্বক অধ্যায়। কোসম্বক অর্থ জ্ঞানী। এখানে জ্ঞানী বৌদ্ধদের ভিতর জীবনচর্যা কুশল ব্যক্তি।

অভিধর্ম পিটক

অভিধর্ম পিটকে পালি ভাষায় সাতটি গ্রন্থ পাওয়া যায়। তা' হলো নিম্নরূপ : —

(১) ধম্মসঙ্গনি (২) বিভঙ্গ (৩) ধাতুকথা (৪) পুগ্গলপঞ্ঞত্তি (৫) কথাবত্থু (৬) যমক (৭) পট্‌ঠান।

(১) ধম্মসঙ্গনি : অভিধর্ম পিটকে মুখ্যত সাতটি গ্রন্থ পালি ভাষায় পাওয়া যায়। তার গোড়াতেই বৌদ্ধবিদ্যায় ধর্ম শব্দটির অভিধর্ম অনুসারে তাৎপর্য জানা প্রয়োজন। ভারতীয় সাহিত্যে ধর্ম বহুবিধ অর্থে প্রয়োগ করা হয়। সাধারণভাবে ধর্ম শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ যা ধরে রাখে বা যা ধারণ করলে মানুষ মাত্রেরই অগ্রগতি বাধা পায় না। মানুষের জীবন —জন্ম ও মৃত্যুর সীমানায় সাধারণভাবে ক্রিয়াশীল। সেখানে ধর্ম শব্দের অর্থ বিধান, যে বোধ নিয়ে মানুষ মাত্রই চলে বা জগতে অগ্রসর হয়, তার সাধারণ নিয়ম ধর্ম। আমাদের বা সমস্ত জগতের সামান্য ধর্ম আহার, নিদ্রা (ঘুম), ভয় ইত্যাদি। বৌদ্ধবিদ্যায় এই সামান্য ধর্মগুলিকে নির্ভর করে যে সকল কর্ম দিবারাত্র করে চলে সেগুলির সাধারণ নাম ধর্ম, ফলত ধর্মের সংখ্যা গণনা ও প্রত্যেকটির বিশেষ পরিচয় ধর্মসঙ্গনির মূল বস্তু। ধর্মের সংখ্যা সাধারণত বারোটি গণনা করা হলেও তা পরবর্তীকালে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে চলে।

(২) বিভঙ্গ : বিভঙ্গ শব্দের আক্ষরিক অর্থ একটির থেকে অপরটিকে আলাদা

করে ভেঙে দেখা। সাধারণ মানুষ হাতে করে প্রতিদিন যত কাজ করে, যত পথ হাঁটে বা শ্রম করে সেগুলির সঙ্গে মন ও চিত্তের যে সংযোজন ঘটে তার বিশ্লেষণ নিয়ে বৌদ্ধ অভিধর্ম গ্রন্থগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে। পালি ভাষায় অভিধর্মের 'বিভঙ্গ' গ্রন্থে ওই ধর্মগুলির পৃথক পৃথক আলোচনা মেলে। এখন ধর্মগুলির আপন আপন বিশেষত্ব থাকার ফলে মানুষ মাত্রই আচরের ভেদ লক্ষ্য করা যায়। আচরণ সত্তা তথা মানুষের এমনকি জীবজন্তুর প্রতিনিয়ত আচরণবিধি। 'বিভঙ্গ' গ্রন্থে এই আচরণবিধির বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

(৩) ধাতুকথা : 'ধাতু' শব্দটি ভারতীয় প্রাচীন বিদ্যায় কেবলমাত্র 'মেটাল' অর্থে নয়। কফ, পিত্ত, বায়ু এই তিনটি ধাতু দিয়ে জীবমাত্র বা সত্তা মাত্ররই গঠন। অতএব এই কফ, পিত্ত, বায়ুর আপন আপন ক্রিয়া অনুসারে ধাতুর বিভাজন ও বিশ্লেষণ ধাতুকথায় আলোচিত আছে। বায়ু জীব বা সত্তা মাত্রের অতি আবশ্যিক নিরন্তর জীবিত অবস্থার গতিসূচক। নিশ্বাস-প্রশ্বাস নাক মুখ ছাড়াও রোমকূপ ও অন্যান্য নিম্ন অঙ্গের গতিপথে নিরন্তর গতিশীল। প্রসঙ্গত ধাতু ব্যক্তির আচার-ব্যবহার, পান-ভোজন অবয়ব গঠনের উপাদান ধাতুকথায় এই বিষয়ে বিশ্লেষণ মেলে। কফ, পিত্ত, বায়ু এই শরীরয় ধাতু ব্যক্তি বা সত্তা মাত্ররই ধাতু গণনায় মনোবিদ্যায় সাধারণভাবে গ্রহণ করা হয়। সেদিক থেকে বৌদ্ধবিদ্যায় একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে ধাতুকথা। ব্যক্তিমাত্রই আপন আপন সংস্কার অনুযায়ী স্বাতন্ত্র্য বহন করে।

(৪) পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি : (পুদ্‌গলপঙক্তি) বৌদ্ধবিদ্যায় 'পুদ্‌গল' শব্দের অর্থ যা পুনঃপুনঃ পুদ্‌গল পুরুষের (স্ত্রী বা পুরুষের সাধারণ অবয়ব) তার উচ্চতা ও আকার ছাড়াও তার অন্তরেন্দ্রিয় গঠনের সংস্কার কীভাবে একে অপরের থেকে পৃথক করতে পারে, এমনকি যমজ (একসঙ্গে দুইজনের মাতৃগর্ভ থেকে জন্ম ঘটেছে)-এর ক্ষেত্রেও দেখা যায় দুইজনের আচরণ দৃষ্টিভঙ্গী এক নয়। সাধারণভাবে পুদ্‌গল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একের সঙ্গে অপরের দুই হাত দুই পা হলেও চেতসিক গঠনে প্রত্যেক সত্তা পৃথক, তাদের পঙ্‌ক্তিভেদ আছে। এই পঙ্‌ক্তিভেদ অনুযায়ী ব্যক্তি (পুদ্‌গল) মাত্রেরই রুচিবোধ, শীলবোধ এবং চেতসিক ভেদ পরিলক্ষিত হয়। পঙ্‌ক্তি শব্দের অর্থ এক একটি সংগঠিত ভেদ বিভাজন। এইরূপ দৃষ্টিভেদের ফলে জগতের জীবমাত্রই সুখ ও দুঃখ ভোগ করে।

(৫) কথাবত্থু : বুদ্ধবচনের একটি বিশেষ সংগ্রহ, যেখানে বৌদ্ধ অভিধর্মের শিক্ষাপদগুলির আড়ালে বহু ঘটনার বা কাহিনির উল্লেখ প্রসঙ্গে ধর্মের (জ্ঞানের) ব্যাপ্তি ও আনুপূর্বিক কথা বা বিবরণগুলির উল্লেখ মেলে। অনেকে কথাবত্থুর সূত্র ধরে পরবর্তীকালে আনুমানিক ষষ্ঠ শতকের জাতকের কাহিনি ও অবদান সাহিত্যের অগণিত ঘটনা ইঙ্গিত অনুসরণ করে, এই কথাবত্থুর বিবরণ মানব জাতির শুধু নয়, এমনকি সত্তা মাত্ররই চিত্ত ও চেতসিক পরিকাঠামোর ইঙ্গিত বহন করে। এই গ্রন্থে

জন্মান্তরবাদের ইঙ্গিত মেলে।

(৬) যমক : যমক শব্দটি অলংকার শাস্ত্রের প্রয়োগ, পরবর্তীকালে যমক অর্থে দুই। যেমন যমজ সন্তান ইত্যাদি। ধম্মপদের যমক বর্গ সেই অর্থে ব্যবহৃত। এই প্রসঙ্গে সত্ত্বজগতের দুই সামান্য ধর্মের যুগপৎ বিকাশ লক্ষ্য করা যায় সেখানে একটি আরেকটির অনুষঙ্গ।

(৭) পট্ঠান : শব্দটি প্রস্থান শব্দের পালি প্রতিরূপ। বৌদ্ধমত ক্ষণিকবাদী অর্থাৎ বৌদ্ধমতে সবকিছুই কার্যকারণ সম্পর্কে উদ্ভুত হয় ও যা উদ্ভুত হয় তা বিনষ্ট হয়। বৌদ্ধবিদ্যায় গতি একমুখিতা ও তার বিপরীতমুখিতা পরস্পর আপেক্ষিক সূত্রে গাঁথা। এই সাধারণ সত্ত্বের উপরে বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদ বা অনিত্য ও অনাত্মচেতনা। আপেক্ষিক গতিবাদের সূচনা অভিধর্মের পট্ঠান গ্রন্থে ইঙ্গিত মেলে। সেইজন্য বিনয় পিটকে বলা হয়েছে যা কিছু উৎপন্ন হয় তা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

"যে ধম্মা হেতুপ্পভবা তেসাং হেতুং তথাগত আহ
তেসঞ্চ যো নিরোধ এবং বাদী মহাসমণো।"

যে সকল ধর্ম (মানসিক বিষয় বা বস্তু) হেতুর দ্বারা কার্যকারণ সম্পর্কে জন্মগ্রহণ করে সেগুলি নাশপ্রাপ্ত হয় এরূপ কথা মহা শমন (গৌতম বুদ্ধ) বলেছেন।

পালি ভাষায় শুধু নয় সংস্কৃত ভাষায় বুদ্ধবচন নামে যে বিপুল জ্ঞানসম্ভার বিভিন্ন বিষয়ে বিকাশ লাভ করেছে সেখানে সূত্রসংগ্রহ সাধারণভাবে সূত্রপিটক নামে পরিচিত। পরবর্তীকালে এই শিক্ষাপদগুলি অধিকাংশই এই প্রাচীনকালের ভারতবর্ষের মগধ জনপদ, কোশল প্রভৃতি প্রাচীন ষোড়শ মহাজনপদের ভিতর গৌতম বুদ্ধ যে শিক্ষাপদগুলি বলেছিলেন তা পালি ভাষায় শুধু নয়, প্রাকৃত-অপভ্রংশ ভাষায় সংকলন করা হয়েছিল আলোচনার সুবিধার জন্য। সাম্প্রতিককালে পালি ভাষায় যে তিপিটক (ত্রিপিটক) বা তিনটি পিটক মেলে তারই সাধারণ পরিচয়।

গৌতম বুদ্ধ মগধ ও পার্শ্ববর্তী জনপদগুলি ছাড়াও কাশ্মীর ও সুরসেন (মথুরা অঞ্চলেও), এছাড়াও দক্ষিণ ভারতে শ্রীলঙ্কা পর্যন্ত তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেসব তথ্য চিনা ও তিব্বতী ও মঙ্গোলীয় ভাষায় বিক্ষিপ্তভাবে মেলে। বর্তমান আলোচনায় সীমিতভাবে পালি ও সংস্কৃত ভাষাতে সংরক্ষিত বৌদ্ধ গ্রন্থগুলির সারবিন্যাস দেওয়া হলো। তবে সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধবিদ্যার প্রসার ভারতবর্ষ থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত হয়েছিলো। পাশাপাশি গ্রীক রাজ্য পার্থিয়ান অবধি প্রসারিত হয়েছিলো। উল্লেখ করা যেতে পারে যে গ্রীক সম্রাট মেলেন্ডার (পালিতে মিলিন্দ) এই বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে তৎকালের বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগসেনের বৌদ্ধভাবনার অনুপ্রেরণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। স্পষ্টতই ত্রিপিটকের সূত্রপিটকের বিষয়গুলির মতো সর্বাস্তিবাদীদের চারটি আগম তুলনার বিষয়।

সর্বস্তিবাদ শব্দের অর্থ সবকিছু আছে এমন একটা ভাবনা। গৌতম বুদ্ধের সমকালীন শ্রোতৃবর্গ সাধারণভাবে শাবক শিষ্যগণ গৌতম বুদ্ধের মুখনিঃসৃত শিক্ষাপদ শোনার সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন। মহাপরিনির্বাণের পর ওই বৌদ্ধ শমনেরা বুদ্ধবচনের তাৎপর্য ব্যাখ্যায় একমত ছিলেন না। বুদ্ধবচন যাঁরা শুনেছিলেন তারা শাবক। একই বুদ্ধভাষণ একমুখে নির্গত হলেও ভিন্ন ভিন্ন শ্রোতার আপন সংস্কার অনুসারে ব্যক্তিবিশেষের বোধ ওই বৌদ্ধ শিক্ষাপদকে বহুমুখী করে তোলে। ফলে ভারতের বুদ্ধের উত্তরকালীন শিষ্যবর্গের আঠারোটি নিকায় শ্রেণীভুক্তি ঘটে (বিচারবোধ অনুযায়ী)। অতএব বৌদ্ধ সূত্রপিটকের পাশাপাশি আগম বিভাজন চারটি। বৌদ্ধ পালিতে যা নিকায় নামে পরিচিত তাই সংস্কৃতে আগম নামে পরিচিত।

পালিতে —	দীর্ঘ নিকায়	সংস্কৃতে —	দীর্ঘাগম
পালিতে —	মজ্ঝিম নিকায়	সংস্কৃতে —	মধ্যমাগম
পালিতে —	সংযুক্ত নিকায়	সংস্কৃতে —	সংযুক্তাগম
পালিতে —	অঙ্গুত্তর নিকায়	সংস্কৃতে —	একাত্তরাগম

নিকায় শব্দটির অর্থ একমতের ব্যক্তিবর্গের সমবায়। এখানে উল্লেখ করা যায় যে অনেক বিভাজনে খুদ্দকণিকায় উল্লেখ নাই। সেদিক থেকে পালিভাষায় ও খুদ্দকণিকার ভিতর নিম্নলখিত গ্রন্থগুলি মেলে। যার কিছু কিছু গ্রন্থ বাংলা ভাষায় প্রকাশিত। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান সত্যপাল ভিক্ষু অনুবাদ করেছেন।

(১) খুদ্দকপাঠো (২) ধম্মপাদ (৩) উদান (৪) ইতিবুত্তক (৫) সুত্তনিপাত

(৬) বিমান বত্থু (৭) প্রেতবত্থু (৮) থেরগাথা (৯) থেরীগাথা (১০) জাতক

(১১) নির্দেশ (১২) পটিসম্ভিদা (১৩) অপদান (১৪) বুদ্ধবংশ (১৫) চরিযাপিটক

১) খুদ্দকপাঠো :— খুদ্দক শব্দের অর্থ সংক্ষিপ্ত শিক্ষাপদ। বুদ্ধের কাছে নানা প্রসঙ্গে কোনো উপদেশনীয় বিষয় উপস্থাপিত হলে সংক্ষেপে গৌতমবুদ্ধ তাঁর দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করতেন। যেমন ধম্মপদের টীকা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে।

২) ধম্মপদ :— ছাব্বিশটি বিষয়ের পৃথক পৃথকভাবে গৌতমবুদ্ধের শিক্ষাপদগুলি সংকলিত হয়েছে।

৩) উদান :— শব্দের সামান্য অর্থ কোনো বিষয়ের বুদ্ধের অভিমত এককভাবে উদীরিত হতো। গৌতম বুদ্ধের প্রবজ্যা জীবনের শেষে পনের-ষোল বছর তিনি শ্রাবস্তীতে সংঘারামের দিন অতিবাহিত করেছিলেন। স্পষ্ট কারণেই তখন গৌতম বুদ্ধের বয়স আনুমানিক পঁয়ষট্টি বছর। উদান শব্দটি মুখ্যত চিত্তের মন্তব্যসূচক অভিমতের প্রকাশ্য ব্যাখ্যান। বুঝিয়ে বলি, মানুষের মনে বাইরের ঘটনাগুলি কমবেশি আলোড়িত করে তা' বুদ্ধের কানে শ্রবণ মাত্রই তার প্রতিক্রিয়া কী ঘটতো তা'

শ্লোকাকারে বা গাথাকারে তিনি ব্যক্ত করতেন। এমনকি কোনো বিষয়ের সূচনাতে প্রসঙ্গক্রমে তার উদান গাথা উৎসারিত হতো।

৪) ইতিবুত্তক :— গৌতমবুদ্ধের চারিকায় অবসরে আনন্দ ও অন্যান্য ভিক্ষুগণ সন্নিবেশিত হতেন। ওই সময় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বা নৈসর্গিক ঘটনা স্বতঃস্ফূর্ত অভিমত উদীরিত হতো সেগুলি ইতিবুত্তকে সংকলিত। ইতি শব্দের অর্থ গমনশীলতা। ইতিবুত্তক সেদিক থেকে আকর্ষণের বিষয়।

৫) সুত্তনিপাত :— অনুমান করা হয় যে গৌতম বুদ্ধের বোধিলাভের পর যখন তিনি একক বা ভিক্ষুসঙ্ঘ সহ পরিক্রমা করতেন তখন নানাবিধ দৃশ্য বা ঘটনা তাঁর দৃষ্টিতে এড়াতো না, সংকলিত গ্রন্থখানিতে সেদিক থেকে গৌতম বুদ্ধের তৎকালীন সময়দৃশ্যে ভিন্ন ভিন্ন চিত্রপট মেলে।

৬) বিমান বত্থু :— বোধিলাভের পর গৌতম বুদ্ধ তাঁর ঋদ্ধিবলে বিমানলোকে বিরাজ করতেন। বিমান শব্দের অর্থ দেবতাদের বাসস্থান। বিনয় পিটকে দেখা যায় যে গৌতমবুদ্ধ বোধিলাভের পর দেবলোকের থেকে প্রশংসিত হয়েছিলেন। বৌদ্ধ মতে লোকবিভাজন ছয়টি।

ক) দেবলোক খ) মনুষ্যলোক গ) তির্জকলোক ঘ) প্রেতলোক ঙ) অসুরলোক চ) পাতাললোক

বিমানবত্থু-তে ওই দেবলোকের সম্বর্ধিত গৌতমবুদ্ধের সংলাপগুলি সংকলিত আছে।

৭) প্রেতবত্থু :— বিমানবত্থুর মতো সত্তামাত্রই কর্মের পরিণামে প্রেতলোকে ভাগীদার হয়। ওই প্রেতলোকের সত্তারা বা জীবেরা কর্ম অনুসারে ক্লেশভোগ করে। গৌতম বুদ্ধের গতিপথ সেখানেও অবাধ ছিল। (এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায় বিখ্যাত বৌদ্ধবিদ্ শ্রীবিমলাচরণ লাহা রচিত "বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রেততত্ত্ব" গ্রন্থে)।

৮) থেরগাথা :— পালি ভাষায় থের শব্দ সংস্কৃত স্থবির থেকে নিষ্পন্ন। এটি স্থবির শব্দের পালি প্রতিশব্দ। বুদ্ধের অনুষঙ্গী যেসকল স্থবির ভিক্ষু ছিলেন, তাঁরা তাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রবচন —প্রবচন গাথা ভাষায় নিবেদন করেছেন। থেরো কথাটি সংস্কৃত স্থবির নির্মল শব্দের প্রতিরূপ। বৌদ্ধ সাধনায় ক্রমে একজন গৃহস্থ ভিক্ষুব্রত নেওয়ার পরে সাধনার পথে অগ্রসর হন। সাধারণত ত্রিশ বছরে উপসম্পদা বা বৌদ্ধ শিক্ষাপদে ব্রত পালনে উদ্যোগী হওয়ার পর সাধনার কয়েকটি স্তর পার হতে হয় অর্হত লাভের জন্যে। ওই স্তরগুলি সাধনার অঙ্গ। অর্হত হওয়ার আগে ভিক্ষু ভিক্ষুণীরা অনাগামী (অর্থ হলো তিনি আর জন্মগ্রহণ করবেন না।) স্তরে উপনীত হন, তার পূর্বে তিনি একবার মাত্র জন্মগ্রহণ করবেন। তার পূর্বে তিনি সামান্য ভিক্ষুব্রত পালন করবেন। সেখীয়< সকৃতাগামী< অনাগামী<অর্হত। প্রকৃতপক্ষে অবিদ্যার কারণে জীব সত্ত্বের জন্মগ্রহণ ঘটে। গৌতম বুদ্ধ তাঁর শিষ্যবর্গের

আপন আপন অবিদ্যার বিমোচন করেন। মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পাওয়ার শিক্ষা দেন। অতএব সেখীয় শিক্ষ্যভিক্ষু চীবর ধারণ করার পর সকৃতাগামী, অনাগামী ও অর্হত (পূজ্যকর) প্রাপ্ত হন।

৯) থেরীগাথা :—সংস্কৃত স্থবিরা শব্দটি পালি ভাষায় থেরী। থেরীদের ব্যক্তিজীবনের সুখ ও দুঃখ থেরীগাথায় মেলে। গাথা একটি প্রাচীন শব্দ যা উদ্দেশ্যমূলক ব্যবহারে পাওয়া যায়। গাথা এখানে সঙ্গীত অথবা কবিতা অর্থে মেলে। বৈদিক মন্ত্রগুলির ভিতর গাথামন্ত্র আগে গাথা নামে বৈদিক যুগে প্রচলিত ছিলো। গাথামন্ত্র সাধারণত গেয় (গান করার যোগ্য)। থেরীগাথার বিষয়বস্তু প্রত্যেক ভিক্ষুণীর ব্যক্তিজীবনের দুঃখ ও সুখের বিবরণ। তুলনামূলকভাবে থেরীদের অভিজ্ঞতা ও সুখ- দুঃখের বেদনার বিবরণ, যাতে থেরোগাথার মতো থেরীদের ব্যক্তিজীবনের বিবরণ মেলে। সেই সঙ্গে সঙ্গে থেরীগণ আপন জীবনের অনুভূতি বিস্তারিতভাবে ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়েছিলেন, সেগুলি থেকে বোঝা যায় তখনকার সমাজজীবনে নারীর মর্যাদা কেমন ছিলো। পটচারা তাঁর জীবনের বেদনা ও বেদনার থেকে মুক্তির আস্বাদন কেমন করে ঘটেছিলো তা' অনেকের কাছেই বিস্ময়কর।

১০) জাতক :—মানুষমাত্ররই জীবনে কর্ম করণীয়। গৌতম বুদ্ধ তাঁর শিষ্যবর্গদের সামনে নানা ধরনের কর্মের বিবরণ উপস্থাপন করার সুযোগ দেন। কর্মই মানুষমাত্রের জীবনের সুখ-দুঃখের পরিণাম বহন করে নিয়ে চলে একথা শুধু যে মানুষের ক্ষেত্রেই ঘটে তা' নয় এমনকি সাধারণ জীবজন্তুর মধ্যেও এই কর্মের পরিণাম ঘটে।

বৌদ্ধবিদ্যা কর্মসাপেক্ষ। বৌদ্ধবিদ্যায় কর্মের পরিণামে উত্তরকাল সুখ-দুঃখের ভাগীদার হয়ে পড়ে। বৌদ্ধদের ভিতর একটি সাধারণ সূত্র ধরা পড়ে যে কর্মমাত্রই পরিণামমুখী অর্থাৎ সৎকর্মের পরিণামে ওই কর্মের কর্তার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে ওঠে। জাতকের অনেক গল্পে বিশেষ করে ইতর জন্তু এক বিশিষ্ট নিয়মে মহনীয় অথবা গর্হনীয়। প্রত্যেকটি কাহিনির পরে শ্লোকের আকারে তার মর্ম অর্থ সামনে তুলে ধরা হয়েছে। জাতকের কাহিনিগুলি কেবল ভারতবর্ষের সীমার মধ্যেই বাঁধা নয়, কেননা ভারতবর্ষের প্রাচীন জীবনের ধারা কেবল কৃষিকেন্দ্রিক ছিলো এমন নয়, বাণিজ্যকেন্দ্রিক থাকার ফলে বহু সওদাগরের আপন আপন কৃতকর্মের পরিণামের পরিচয় মেলে। তখন সওদাগরের জীবনের বাণিজ্যিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সেই সঙ্গে সঙ্গে পশু ও ইতর জীবের ঘটনাগুলি আজও কৌতূহলের। এই ধরনের বিবরণ সম্মিলিত বৌদ্ধ রচনাগুলি প্রাচীন ভারতের লোকজীবনের আলেখ্য।

১১) নির্দেশ :—বৌদ্ধরা লোকজীবনকে সুখ-দুঃখের অনুষঙ্গী করে তুলেছিলো। সেইজন্য ব্যক্তিমাত্রই যাতে আপন আপন কর্ম সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করতে পারে সেইজন্য নির্দেশ সাহিত্য গ্রন্থ বৌদ্ধ আখ্যান সাহিত্যের মধ্যে স্থান পেয়েছিলো। লোকজীবন বহুমুখী অতএব ওই আখ্যানগুলির দুটি ভাগ দেখা যায়, একটি 'চুল্ল

নির্দেশ' অপরটি 'মহানির্দেশ'। ওই লোকজীবনের উদ্দেশ্য সাধারণ জীবনে সুখ দুঃখের মেলামেশা কেমন করে মহনীয় করা যায়। সেই প্রয়াস দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেইজন্য চুল্ল নির্দেশ ও মহানির্দেশ বিভাজন ধরা পড়ে।

বৌদ্ধ সাহিত্যে 'মহা' শব্দটি বিশেষ তাৎপর্য বহন করে, কেননা অবতত মেরুদণ্ডী জীব বা প্রাণী ও উন্নত মেরুদণ্ডী বা প্রাণী বৌদ্ধ সাহিত্যে পাশাপাশি স্থান পেয়েছে ফলে বৌদ্ধদের ভিতর কর্মের অনুবন্ধিতা বিশেষভাবে মেলে। জাতকের গল্পগুলির মতোই চুল্লনির্দেশ ও মহানির্দেশের গল্পগুলি সত্তামাত্রকেই কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়ে দেয়। স্মরণ রাখা দরকার যে প্রতীতৎসমুৎপাদের সংস্কার শব্দটি নানা আখ্যানের ভিতর দিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রবুদ্ধ করার প্রচেষ্টা। বৌদ্ধসাহিত্যের এ এক বিশেষ লক্ষ্য।

১২) পটিসম্ভিদা :—প্রতীতৎসমুৎপাদের সাধারণ সূত্রে বলা হয়েছে অবিদ্যা থেকে সংস্কারের উদ্ভব হয়। স্বাভাবিকভাবে প্রতিব্যক্তির ক্ষেত্রেই তা' ভিন্ন ভিন্ন হয়ে ধরা পড়ে। 'পটিসম্ভিদা' অর্থ হলো বিভাজনীয় জ্ঞান। প্রতিটা সত্ত্ব বা জীবজন্তুর পৃথক পৃথক ভাব বা জ্ঞান থাকে। কারোর সঙ্গে কারোর জ্ঞানের মিল থাকে না। প্রতিটা সত্ত্ব তার নিজস্ব বিচার বুদ্ধি জ্ঞান বিশ্লেষণ করে প্রকাশিত করে। সংক্ষেপে গৌতম বুদ্ধের শিক্ষাপদের যে কল্যাণ ভাবনার ইঙ্গিত বারবার দেওয়া হয়েছে সেখানে খুদ্দক নিকায়ের জাতকের কাহিনিগুলো এবং পটিসম্ভিদা মার্গ ব্যক্তির আপন কৃতকর্মের বিশ্লেষণ, যার দ্বারা ব্যক্তিমাত্রই তার কর্তব্য নিজেই নিরূপণ করতে পারে।

গৌতম বুদ্ধের বিনয় পিটকে যে ভৈষজ্য বস্তু বা ওষধি বিজ্ঞানের বিবরণ পাওয়া যায় তার বিশেষ ব্যাখ্যান পটিসম্ভিদা বর্গ। এখানে 'মার্গ' শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। ব্যক্তি অবিদ্যার কারণে দুঃখ পায়। ঐ অবিদ্যা থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য পটিসম্ভিদা মার্গ।

১৩) অপদান :—অপদান এবং অবদান সমার্থক সর্বক্ষেত্রে নয়। অপদানের অর্থ কর্ম হতে বিদায় প্রদান অথচ অবদান শব্দের অর্থ কৃতিত্বমূলক কল্যাণকর্ম।

এই প্রসঙ্গে বৌদ্ধসাহিত্যে অবদান শব্দটিও প্রচলিত আছে তবে প্রয়োগের বিধানে অপদান ও অবদান সবক্ষেত্রে সমার্থক নয়। পালি ভাষায় অপদান ও সংস্কৃত ভাষায় অবদান শব্দ দুটির ব্যবহার ভিন্ন, সেই অনুসারে পালি অপদান সাহিত্য ও সংস্কৃত অবদান সাহিত্য লক্ষ্যণীয়।

১৪) বুদ্ধবংশ :— বুদ্ধ শব্দের অর্থ জ্ঞানী। অতএব স্পষ্ট যে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং আপন আপন দৃষ্টি অনুসারে কর্মের বিধান নিরূপণ করে গেছেন। গৌতম বুদ্ধ ঐ পরম্পরায় একজন অমোঘদর্শী ব্যক্তিত্ব। প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধ সাহিত্যে বুদ্ধের পূর্ব পূর্ব অবয়বি নামগুলির এবং তাঁদের শিক্ষাপদের উল্লেখ যত্র তত্র মেলে। লক্ষ্য করার বিষয় যে পূর্ব পূর্ব বুদ্ধেরা যা বলেছেন পরবর্তীকালে বুদ্ধেরাও সে পথ অনুসরণ করেছেন যুগের পরিকাঠামোয়।

এখানে প্রশ্ন আসতে পারে বৌদ্ধরা কি অবতারবাদী? যুগের উপযোগী শিক্ষাপদ একেকজন বুদ্ধ একেকভাবে সাধারণ জীব বা সত্ত্বগণের চৈতসিক উদ্বোধনের সম্ভাবনা প্রকট করেছেন। বুদ্ধবংশ গ্রন্থখানি সেই আপন আপন যুগীন কল্যাণকর্মের ব্যাখ্যান। সেগুলি বুদ্ধেরা ঘটনার স্রোত অনুসারে যুগে যুগে শিক্ষাপদের বিচার বিশ্লেষণ করেছেন। এই পরম্পরায় ভারতীয় দৃষ্টির এক অভিনব গতিশীলতা।

১৫) চরিযাপিটক :—সংযত আচরণ হলো চরিযা। এক কথায় বৌদ্ধ শিক্ষাপদের ব্যক্তিমাত্রের পরিচয় ব্যক্তির আপন আপন আচরণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। এই আচরণের বিধান সম্বলিত কাহিনি ও নির্দেশনায় চরিযাপিটকের মূল উপাদান লক্ষ্য করার বিষয়। গ্রন্থটির নাম পিটক। যেমন সূত্রপিটক, বিনয়পিটক ও অভিধর্মপিটক বৌদ্ধতত্ত্ব তথ্যসামগ্রীর উপকরণ সন্নিবেশিত, তেমনি চরিযাপিটক ব্যক্তিমাত্রের আচরণমূলক শিক্ষাপদ।

ত্রিপিটকের ভূমিকা

ভারতবর্ষের প্রাচীনতম জীবনযাত্রার বিবরণ সিন্ধু সভ্যতার ভগ্নাবশেষ। সেখানে উপকরণগুলি উৎখননের ফলে যে অবয়বী মূর্তিগুলি মেলে সেখানে শমন সন্ন্যাসী আছে, অনুমান করা যায় যে ওই শমন প্রতিমূর্তি ভারতে প্রাচীনতম চিন্তার উপকরণ। যিনি শ্রম করেন তিনি শমন। বৈদিক যুগের আর্যেরা ইরানের অগ্নি উপাসকের দল তাদের এক অংশ ভারতবর্ষের দিকে চলে আসেন। তারা যে চারটি মুখ্য জ্ঞাতিগোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করেন সেগুলি স্পষ্ট কারণে ভারতীয় নয়। তাদের উপাসনা পদ্ধতিও ফললাভ বা ভূতি সম্পদের বিবরণ প্রাচীনতম ভারতীয় দৃষ্টি কিনা তা নিয়ে বিতর্কের সম্ভাবনা ঘটে।

'শমন' শব্দের অর্থ যিনি শ্রম করেন আর ঋষি শব্দের অর্থ যিনি ভ্রমণ করেন। দুজনেই জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ঈশাপূর্বক যুগের পরিচয় যতটা মেলে তাতে ঈশাপূর্বক প্রথম সহস্রাব্দে শমনদের চিন্তাধারার পরিচয় ধরা পড়ে (বৌদ্ধ মজ্ঝিমণিকায়) গৌতমবুদ্ধ অনেক ক্ষেত্রেই শমনদের সঙ্গে বাদানুবাদ করেছেন। তা' ছাড়াও শাক্যপুত্র গৌতম গৃহত্যাগ করে আসার পরে রুদ্রক নামপুত্র প্রভৃতি ও আজীবক সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাঁদের জীবশৈলী ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ওই সময় অনুসরণযোগ্য বলে তিনি তাঁদের সঙ্গী করেছিলেন।

বলা বাহুল্য, সিদ্ধার্থ গৌতম গৃহত্যাগ করার পর তাঁর অশ্ব ও সারথিকে তিনি বিদায় দিয়েছিলেন। তারা ফিরে গিয়ে রাজা শুদ্ধোদনকে শাক্যপুত্র গৌতমের অভিলাষ জানান। রাজা শুদ্ধোদন উৎকণ্ঠিত হয়েছিলেন। শাক্যকুমার নিরুদ্বেগে আকাশ ও বাতাসের ভিতর পথে পথে নির্জন বনভূমিতে ছয় বছর ভ্রমণ করেন। তিনি কোনো আশ্রম বা আচ্ছাদনের নিচে আশ্রয় নিয়েছেন বলে জানা যায়নি। দীর্ঘকাল, বছরের

পর বছর, মাসের পর মাস, দিনের পর দিন গাছের তলায় থেকে প্রকৃতির গতিবিধি দেখেছিলেন, লক্ষ্য করেছিলেন এক অপূর্ব সহযোগ ও সমবায়, অনাহারে অনিদ্রায় দেহপাত হয়ে আসছিলো। এই অবস্থায় বৈশাখী শুক্লপক্ষের পূর্ণিমা তিথিতে তিনি অপূর্ব জ্ঞানের সন্ধান করেন তা' ছিলো সুদুদর্শ এবং গম্ভীর। তাঁর অভিজ্ঞতায় তিনি বোধিলাভ করেছিলেন, দেবগণ তাঁকে আখ্যা দিয়েছিলেন বুদ্ধ।

দীর্ঘকাল গাছের তলায় থাকার ফলে তিনি বোধিলাভের পর তাঁর জীবন শৈলীর তেমন বিশেষ পরিবর্তন ঘটাননি। ভিক্ষা করে যা জুটত তাই গ্রহণ করতেন, না জুটলেও তিনি কাতর হয়ে পড়তেন না। তিনি যে-পথে জ্ঞান বা বোধি লাভ করেছিলেন তাই তিনি তাঁর শিষ্যদের ভিতর নানাভাবে বিবিধ ঘটনার পরিপ্রক্ষিতে বর্ণনা করেছেন। সেগুলি মোটামুটি তিনটি ভাগে বিভক্ত।

জীবনযাত্রা।। সন্ন্যাসী জীবনের যাত্রপথে অন্তরায় কিরূপ ঘটে বা অন্তরায়গুলি ঘটলে তার থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার পথ যেমন একদিকে বলেছেন তেমন সন্ন্যাসী হতে গেলে তার আচার আচরণের বিধান ও ঘটনা আনুষঙ্গিক প্রতিকার বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রথমটির সাধারণ নাম ধর্ম বা করণীয় বিধান, দ্বিতীয়টির নাম বিনয় বা ব্যক্তির আত্মদমনের উপায়। ব্যক্তিমাত্রই তার অবিদ্যার কারণে মৃত্যুর মুখে পতিত হয়। বুদ্ধ সেই পথ থেকে মুক্তির মার্গ বা সন্ধান লাভের শিক্ষাপদ দিয়েছেন।

প্রথমটির সূত্রাকারে বিন্যাস করা হয়েছে বলে সাধারণত সূত্র (সুত্ত) বলা হয়। দ্বিতীয়টিতে মার্গের সন্ধান মেলে আত্মদমনের দ্বারা। আত্ম শব্দটি পালি ভাষায় (অত্ত) যা ব্যক্তির অবিদ্যা থেকে সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে ব্যক্তিকে জাগতিক ভোগ সুখের দিকে থেকে দুঃখের করে তোলে, তাই গৌতম বুদ্ধের প্রথম সূত্র হলো দুঃখ, দ্বিতীয় সূত্র হলো দুঃখের সমুদয় —দুঃখের সম্যক উদয়, যা কিছু উৎপন্ন হয় তারই বিনাশ ঘটতে পারে তাই তৃতীয় সূত্র দুঃখের নিরোধ ও শেষে দুঃখ নিরোধের পথের সন্ধান।

অনেকটা যেন ব্যতিব্যস্ত মানুষের ব্যাধির সাময়িক ক্লেশ, যখনই তা হয় তার কারণ থাকে, ওই কারণগুলির নিরোধ ঘটলে মানুষ আবার নিরাময় হয়ে ওঠেন তাই এই সাধারণ সূত্রগুলিকে বৌদ্ধবিদ্যায় চারটি শ্রেষ্ঠ সত্য বলা হয়েছে। বোধিলাভের পর গৌতম বুদ্ধের একমাত্র লক্ষ্য হয়েছিলো কেমন করে এই রোগগ্রস্ত ব্যাধিপীড়িত জীব বা সত্তা মাত্রকেই সুখের সন্ধান দেওয়া সম্ভবপর হয়। সেই উদ্দেশ্যে তিনি ভিক্ষু সম্প্রদায় গড়ে তোলার প্রয়াস করেন, কেননা বিশ্বজগতের পরিসীমা সুদূর এই পৃথিবীর তলদেশে না থাকলেও এই পৃথিবীর উপরে অন্ত্যরীক্ষ থেকে এবং তারও উপরে থাকে আকাশ ও পরিব্যাপ্ত চেতনা।

বুদ্ধের শিক্ষাপদে বিন্যাস নানাভাবে ঘটেছিলো। সাধারণভাবে মগধ জনপদে তিনি যে শিক্ষাপদগুলি দেন সেগুলি পালি ভাষায় মেলে। সেগুলি তিনটি ভাগে বিভাজিত—বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম। বুদ্ধের শিক্ষাপদগুলি কেবল মগধে ও পার্শ্ববর্তী

জনপদে পালি ভাষায় নয়, সংস্কৃত প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষায় বিস্তার লাভ করে।

বুদ্ধের শিক্ষাপদের প্রথম সূত্র অনুযায়ী এই পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তার হেতু আছে, অতএব সেগুলি চিরস্থায়ী নয়। ক্ষয়শীল, অনিত্য। তাই বিনয় পিটকের যে শ্লোকে সমগ্র বুদ্ধবচন ব্যখ্যাত হয়েছে তা আরও একবার স্মরণ করি :

"যে ধম্মা হেতুপ্পভবা তেসাং হেতুং তথাগত আহ
তেসঞ্চ যো নিরোধ এবং বাদী মহাসমণো।"

যে সকল ধর্ম (মানসিক বিষয় বা বস্তু) হেতুর দ্বারা কার্যকারণ সম্পর্কে জন্মগ্রহণ করে সেগুলি নাশপ্রাপ্ত হয় এরূপ কথা মহা শমন (গৌতম বুদ্ধ) বলেছেন।

উপরের শ্লোকটিতে গৌতম বুদ্ধের শিক্ষাপদের মূল সূত্র মেলে —যা কার্যকারণের দ্বারা হেতু থেকে উৎপাদিত হয় তা-ই বিনষ্ট হয়। যেমন একটি বীজ অঙ্কুরিত হয় — বীজপত্র সমেত শিশু অবস্থায় ওই বীজপত্রের সম্পদ আহরণ করে বৃক্ষশিশুটি পুষ্ট হয় ও শিকড় থেকে রস সংগ্রহ করে; তেমনি হেতুর দ্বারা নিষ্পাদিত যা কিছু উৎপন্ন হয় হেতু ধীরে ধীরে তারই ফলে বিনষ্ট হয়। এই সাধারণ সূত্রটি কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

গৌতম বুদ্ধ তখনকার ষোলটি মহাজনপদের দিকে দিকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে যেমন উত্তর-পশ্চিম কাশ্মীর এবং তার উত্তর-পূর্ব কোণে গান্ধার বা মূলতান আবার দক্ষিণে মলয়গিরি পর্বত ও শ্রীলঙ্কা সন্নিকটস্থ অঞ্চলে গেলেন বলে বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লেখ মেলে; অতএব বৌদ্ধ ত্রিপিটক সংস্কৃত ভাষায় শুধু নয় প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ও ধরনে উপলব্ধ। পরবর্তীকালে সেগুলি বৌদ্ধ শিক্ষাপদের কিছ কিছু চিনা, তিব্বতী মঙ্গোলীয়, মাঞ্চু ভাষায়, পরে কোরিয়া, জাপান এবং দক্ষিণে জাভা, যবদ্বীপ অবধি বিস্তার লাভ করে। এমনকি গ্রীক সম্রাট আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পরে ইউরোপের গ্রীকেরা ত্রিপিটকের মূল মূল শিক্ষাপদের অনুসরণ করেন। প্রসঙ্গত (মিলিন্দপঞ্হো) বৌদ্ধ সাহিত্যের অঙ্গ হিসাবে স্থান লাভ করে। অবশ্যস্বীকার্য বৌদ্ধ শিক্ষাপদ গ্রীকদের সম্রাট মেনান্দরের উদ্যোগে পশ্চিম-এশিয়ায় ভূমধ্যসাগরের সন্নিকটস্থ পার্থিয়-এশিয় গ্রীকদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করে। এ বিষয়ে পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন বৌদ্ধ সংস্কৃতি গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

গৌতম বুদ্ধের পূর্বোক্ত শ্লোকটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে দুটি উপসূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। হেতু ও ফল-সম্পন্ন নিরন্তরতার পরিমাপ কাল ও দেশের উপর নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ হেতু-সংগঠিত বস্তুর উৎপাদন ও ধ্বংস কালের পরিমাপে সাময়িক, চিরকালীন নয়, তবে আপেক্ষিক। ইংরেজিতে আপেক্ষিক কথার সূত্র Law of Relativity —অধুনা আইনস্টাইনের গতিবাদের ব্যাখ্যা দেয়, ইঞ্জিনের অগ্রগতি ও পশ্চাদ্‌গতির মতোই। এই সূত্র অবলম্বন করে ভারতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত নাগার্জুন তাঁর মূলমধ্যমকারিকা বা প্রজ্ঞা নামক গ্রন্থে শূন্যতা ব্যাখ্যা করেন। গৌতম বুদ্ধের

প্রকারের। তার মধ্যে সংসার নিত্য ও মানুষের জীবন নিত্য। আবার তার বিপরীত চার প্রকারের —দ্বৈতবাদী শাশ্বত দৃষ্টি এবং অশাশ্বত দৃষ্টি।

(* দীর্ঘ নিকায়ের প্রথম সূত্র ব্রহ্মজাল সূত্র। অনেকেই ব্রহ্মজাল সূত্রের ব্রহ্ম কথাটির তাৎপর্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। 'ব্রহ্ম' কথার আভিধানিক অর্থ কুহক বা ইন্দ্রজাল)

Phenomenology যে দার্শনিক বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টির ইঙ্গিত দেয়, যা থেকে মানুষ সংসারকে আপন ভাবনায় ভাবতে শেখে, তেমনি দৃষ্টি চার প্রকার। দুই প্রকার শাশ্বত ও দুই প্রকার অশাশ্বত দৃষ্টি। মানুষ মাত্রই সংসার জীবনকে নিত্য বলে ভাবে, তবু মৃত্যু আসে। কোনো কিছু বস্তু হাতে পেলে তা চিরদিনের স্থায়ী বলে মনে ভাবে; বস্তুত তা' নয়। এইভাবে এই পৃথিবী একই সঙ্গে অসীম ও সসীম। এমনকি কোনো কাজ সার্থক করে তুলতে গেলে যে কুশলতার দরকার, সেই কুশলতাও কি দুই ধরনের নয় ? যথার্থ কৌশল বা উপায় কৌশল ও চট্‌জলদি কারণের প্রতি লক্ষ্য না রেখে নিষ্পন্ন করে তোলা। সুতরাং কূটদন্ত বুদ্ধকে প্রশ্ন করেন যজ্ঞের প্রয়োজন কি? কূটদন্ত সাত প্রকার যজ্ঞের বর্ণনা দেন। দানযজ্ঞ, সঙ্ঘের ত্রিমারণ যজ্ঞ, শীলযজ্ঞ, সমাধি ও প্রজ্ঞাযজ্ঞ।

মহালি সুত্ত : বুদ্ধ বৈশালীর মহাবনে কূটাগার শালায় বিহার করেছিলেন (চূড়াযুক্ত ঘর)। ওই সময় লিচ্ছবি শাসক মহলি ওটঠক বুদ্ধের দর্শনে এসে বুদ্ধের শিষ্যত্ব লাভ করেন। কিন্তু তিনি সফলকাম না হয়ে বিহার ত্যাগ করেন। বুদ্ধ সম্বন্ধে অলৌকিকতার সম্ভাবনা অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। শীলধর্ম পালন না করেই অলৌকিকত্বের লাভে অভিলাষী ছিলেন। এর কারণ দুই প্রকার। এইভাবে আমাদের মনে সত্যদৃষ্টির জায়গায় মিথ্যা দৃষ্টি গড়ে ওঠে। ব্রহ্মজাল সূত্রের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু শমন বা ব্রাহ্মণদের মিথ্যা দৃষ্টি থেকে প্রজ্ঞার আলোকে উদ্বোধিত করা।

দীর্ঘনিকায়ের প্রথম সূত্র ব্রহ্মজাল সূত্র। সেখানে বিশ্বজগতের পরিধি কত বড়ো তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মানুষ মাত্রই চোখ দিয়ে যা দেখে তাই তারা ভাবে। সুতরাং প্রশ্ন আসে এই জগৎ যা অনিত্য ক্ষয়িষ্ণু তাকে কেউ কেউ চিরদিনের মতো শাশ্বত বলে দেখে। শাশ্বত মানে চিরকালের। শাশ্বত দৃষ্টি বৌদ্ধ মতে চার ধরনের। কিন্তু বস্তুত তাই কি ? যে গাছ লাগায় কিছুদিন বাদে মারা যায়। শাশ্বত থাকলেই অশাশ্বত থাকবেই। এইভাবে গৌতম বুদ্ধের দৃষ্টিতে মানুষের দুঃখের কারণ তার মিথ্যা দৃষ্টি। মিথ্যা দৃষ্টির অস্পষ্টতা কেটে গেলে সত্য দৃষ্টি জাগ্রত হয়। দুঃখের নিরোধ ঘটে। (কেননা, চার আর্যসত্য হলো দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখনিরোধ, দুঃখনিরোধগামিনী প্রতিপথ বা উপায়)। এই প্রসঙ্গে শীল বিষয়ক বা সদাচার নিয়ম অনুসারে আরো বারোটি সূত্র এরূপ : —

(১) শ্রামণ্য ফল > শমনের আচরণ শ্রামণ্য। কৃষিকর্ম ও নৌ-বাণিজ্য ইত্যাদি শ্রম

নির্ভর, তেমনই ব্যক্তি জীবনের স্বচ্ছদৃষ্টির জন্য শ্রমের প্রয়োজন। শমনের ধর্ম শমন জীবনের সুফল —এর বিষয়।

(২) অম্বট্ঠ > বুদ্ধের জীবিতকালে কৌশল রাজ্যে অম্বট্ঠকে বুদ্ধের মহাপুরুষোচিত লক্ষণ পরীক্ষা করতে পাঠানো হয়। তিনি ব্যক্তিগতভাবে অহংকারী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বুদ্ধের মধ্যে কর্ম অনুসারে শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকারে অনীহা প্রকাশ করেন।

(৩) সোণদণ্ড > সোণদণ্ডকে বুদ্ধ প্রশ্ন করেছিলেন ব্রাহ্মণের পরিচয় কী ? তিনি পাঁচ প্রকার গুণের উল্লেখ করেন। সুন্দর শরীর, পাণ্ডিত্য, সদাচার, উচ্চকুলে জন্ম, এবং বেদজ্ঞান। বুদ্ধ সোণদণ্ডকে শীলধর্ম বুঝিয়ে দিয়েছিলেন এবং বিদর্শনভাবনার দ্বারা উচ্চতর জ্ঞানপ্তাপ্তির প্রশংসা করেন।

(৫) কূটদণ্ড > বুদ্ধ যখন খানুমতে উপস্থিত হন তখন কূটদণ্ডের নেতৃত্বে সেখানে যজ্ঞের আয়োজন চলছিল। যজ্ঞের আয়োজন ছেড়ে কূটদণ্ড বুদ্ধের সঙ্গে শাস্ত্র বিষয়ক কথোপকথনে রত হন।

ধম্মপদের সংস্কৃত প্রাকৃত অপভ্রংশ ভাষায় বর্ণনা

বুদ্ধদেবের মৃত্যুর পর যাঁরা তাঁর শিক্ষাপদ শোনার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁরাও আস্তে আস্তে দেহত্যাগ করেন। অর্থাৎ বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশ বছর পরে বৌদ্ধ সঙ্ঘের শাবক ভিক্ষুরা প্রায় অবলুপ্ত। গৌতমবুদ্ধ দূরদর্শী সঙ্ঘনায়ক ছিলেন. তাঁর অন্তিম শয্যায় আনন্দ প্রশ্ন করেছিলেন আপনার পরে এই সঙ্ঘের উত্তরাধিকারী কে হবেন? উদাসকণ্ঠে তিনি বলেছিলেন যে, তোমাদের ধর্ম (সূত্র) বিনয় (অনুশাসন) সঙ্ঘকে পরিচালিত করবে। পরিণামে সঙ্ঘের বিস্তার স্থানিক ও কালিক হওয়ার ফলে প্রায় আঠারোটি নিকায়ে (গোষ্ঠী) বিভক্ত হয়ে যায়। ওইগুলি গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে সহস্রাধিক ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী উপাসক-উপাসিকাদল সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

বুদ্ধ কোন্ ভাষায় কথা বলেছিলেন তা নিয়ে আজও সঠিক বিবরণ মেলে না, কেননা গঙ্গার দক্ষিণ পারে মগধ ও উত্তর পারে বৈশালী। গৌতমবুদ্ধ শমন মহাবীরের (জিন > জৈন যিনি ইন্দ্রিয়সমূহ জয় করেছেন) ধর্ম প্রচার করেছিলেন। জৈন ধর্মের শৃঙ্খলাবিধি বেশ কঠোর ছিলো, যা অনেক ক্ষেত্রে পালন করা দুষ্কর ছিল। সেইজন্য গৌতমবুদ্ধ মধ্যম পথ (মজ্ঝিমাপতিপদা) অনুসরণ করলেন। ফলে বুদ্ধের মত বৈশালীতে তেমন একটা প্রসারিত ছিলো না। সূত্রপিটকে বুদ্ধের বৈশালী প্রবেশসূত্র একটি বিশেষ বিবরণের সূচনা জানায়। ধম্মপদের ভিতর তাঁর শিক্ষাপদগুলি সেদিক থেকে সাধারণ মানুষের অনুসরণের জন্য অতি সুগম। পরিণামে ধম্মপদের মূল ঘটনাগুলি কিছু মগধ, কোশল ও বৈশালী জনপদে ঘটেছিলো। সেগুলি পালি ভাষায় মেলে। তেমনি সুরসেন (মথুরা) ও আরও উত্তরে কাশ্মীর অঞ্চলে বুদ্ধের শিক্ষাপদ

সংস্কৃত ভাষায় প্রসারিত হয়। (পালি ভাষায় গৌতমবুদ্ধের কার্যকারণের উৎপাদন ও ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী) এই তথ্য পালি বিনয়পিটকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রশ্ন জেগেছে উৎপাদ ও ধ্বংসের মধ্যে উৎপন্ন বস্তুর জীবিতকালের পরিমাপ কত ? ধীরে ধীরে সুরসেন ও কাশ্মীরে কালক্রমে পালি বিনয়পিটকের অনিত্যতার তাৎপর্য সর্বাস্তিবাদে ব্যাখ্যাত হয়। সর্বাস্তিবাদের দুইটি শাখা (১) মূল সর্বাস্তিবাদ (২) সর্বাস্তিবাদ। সর্বাস্তিবাদ মূলত সংস্কৃত। সৌভাগ্যক্রমে সর্বাস্তিবাদ ধম্মপদ তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হয়। অপরদিকে সূত্রপিটকের দীর্ঘ নিকায় মজ্ঝিম নিকায়, সংযুক্ত নিকায় ও অঙ্গুত্তর নিকায় যথাক্রমে দীর্ঘাগম, মধ্যমাগম, সংযুক্তাগম ও একত্তরাগম নামে সংস্কৃত ভাষায় প্রবর্তিত হয়। স্পষ্টত ধম্মপদ পালি খুদ্দনিকায়ের গ্রন্থবিশেষ হওয়ার ফলে সংস্কৃতে 'উদানগাথা' ধম্মপদের স্থান নেয়।

বৌদ্ধমত অশোকের পাটলিপুত্র সম্মিলনের আগে নিদানক্রমে বেশ কয়েকটি নিকায়ে (শাখায়) বিভক্ত হয়েছিলো। উত্তরকালে এই শাখার সংখ্যা ভারতবর্ষে আঠারো ভাগে বিভক্ত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় কাশ্মীর উপত্যকার উত্তরাংশে গান্ধার দেশে প্রাকৃত ভাষার প্রচলন ছিলো, সেখানে ধম্মপদের প্রাকৃত রূপান্তর ঘটে অথচ সেখানে মহাসাঙ্ঘিক বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশে উদ্যোগী ছিলেন। মহাসাঙ্ঘিকদের নিজস্ব বিনয় এমনকি সূত্র গ্রন্থ সংকলিত হয়। অধুনা সেগুলির চিনা ভাষায় রূপান্তর মেলে। পালি ভাষা ও বৌদ্ধ প্রাকৃত সমগোত্রীয় নয় এ বিষয়ে 'ললিত বিস্তার' গ্রন্থে ওই সময় ভিন্ন ভিন্ন লিপি ও ভাষার বিবরণ মেলে। ওই ভাষাগুলির ভিন্ন লিপিও ছিলো। বিষয়টি অন্যত্র আলোচিত হতে পারে। উড্ডায়ন অঞ্চলে অপভ্রংশ ভাষায় ভিক্ষুরা বাৎসীপুত্র (বৎস্য জনপদের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা) সম্ভবত ধম্মপদের একটি অপভ্রংশ সংস্করণ প্রকাশ করেন। উদানবর্গের মতোই (গৌতমবুদ্ধের স্বতঃস্ফূর্ত উপদেশ সংগ্রহ হিসাবে বৌদ্ধদের ভিতর প্রবর্তিত শিক্ষাপদ ছিলো) অধুনা অপভ্রংশ ত্রিপিটক চিনা ভাষায় তাইশো (দইজো) সংস্করণে উপলব্ধ। ❑